চিরায়ত

অবরোধ-বাসিনী

বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

KOBI PROKASHANI

অবরোধ-বাসিনী
বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন
প্রকাশকাল
কবি প্রকাশনী প্রথম প্রকাশ : জুন ২০২৬
প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী
৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম বেইজমেন্ট
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫
স্বত্ব
লেখক
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
সব্যসাচী হাজরা
নান্দীমুখ
শেখ মোহাম্মদ সালেহ্ রাব্বী
বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন
মুদ্রণ
কবি প্রেস
৩৩/৩৪/৪ আজিমপুর রোড লালবাগ ঢাকা ১২১১
ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে কথাপ্রকাশ ঢাকা বুকস বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং বাতিঘর কলকাতা

মূল্য ২০০ টাকা

Abarodhbasini by Begum Rokeya Sakhawat Hossain
Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market Katabon Dhaka 1205
Kobi Prokashani First Edition: June 2026
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price BDT 200 RS 200 US$ 10
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-2250-09-5

ঘরে বসে কবি প্রকাশনীর যেকোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১

নিবেদন

কতকগুলি ঐতিহাসিক ও চাক্ষুষ সত্য ঘটনার হাসি-কান্না লইয়া 'অবরোধ-বাসিনী' রচিত হইল। পাঠক-পাঠিকাগণ অধিকাংশস্থলে হাসিবেন, সন্দেহ নাই, কিন্তু কোনো কোনো স্থলে তাঁহাদের মনে সমবেদনার উদ্রেক হইবে এবং আমার বিশ্বাস তাঁহারা 'তাহেরা' মরহুমার অকালমৃত্যুতে দুই বিন্দু অশ্রু বিসর্জন না করিয়া থাকিতে পারিবেন না।

মৌলবী মোহাম্মদ খায়রুল আনাম খাঁ সাহেব বিশেষ উৎসাহের সহিত 'অবরোধ-বাসিনী' প্রকাশের সমস্ত ভার গ্রহণ করিয়াছেন। বলিতে কি, তাঁহারই আগ্রহাতিশয্যে ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। এজন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

অবসরপ্রাপ্ত স্কুল-ইনস্‌পেক্টর পরম ভক্তিভাজন জ্ঞান-বৃদ্ধ মৌলবী আবদুল করিম সাহেব, বি. এ., এম. এল. বি. দয়া করিয়া 'অবরোধ-বাসিনী'র ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন, সে জন্য তাঁহাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

আমি কারসিয়ং ও মধুপুর বেড়াইতে গিয়া সুন্দর সুন্দর সুদর্শন পাথর কুড়াইয়াছি; উড়িষ্যা ও মাদ্রাজে সাগরতীরে বেড়াইতে গিয়া বিচিত্র বর্ণের বিবিধ আকারের ঝিনুক কুড়াইয়া আনিয়াছি। আর জীবনের ২৫ বৎসর ধরিয়া সমাজসেবা করিয়া কাঠমোল্লাদের অভিসম্পাত কুড়াইতেছি।

হজরত রাবিয়া বসরী বলিয়াছেন, "ইয়া আল্লাহ্! যদি আমি দোজখের ভয়ে এবাদত করি, তবে আমাকে দোজখে নিক্ষেপ কর; আর যদি বেহেশ্‌তের আশায় এবাদত করি তবে আমার জন্য বেহেশ্‌ত হারাম হউক।" আল্লাহ্‌র ফজলে সমাজ-সেবা সম্বন্ধে আমিও এখন ঐরূপ বলিতে সাহস করি।

আমরা ত প্রত্যেকটি লোক গুনাহ্‌গার, সুতরাং পুস্তকের দোষত্রুটির জন্য এবার পাঠক-পাঠিকাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম না।

বিনীতা—গ্রন্থকর্ত্রী

উৎসর্গ-লিপি

এই গ্রন্থখানি
আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদা জননী
মোছাম্মৎ রাহাতন্নেসা সাবেরা চৌধুরাণী মরহুমার
স্মৃতির-চরণে
ভক্তির সহিত সমর্পিত হইল।

আমার স্নেহময়ী জননী অবরোধ প্রথার অত্যন্ত পক্ষপাতিনী ছিলেন। এস্থলে আমার শৈশবের একটি ঘটনা মনে পড়িল। সে সময় কলিকাতা হইতে রঙ্গপুর যাতায়াত করিবার সময় সারা ঘাটে ষ্টীমার যোগে নদী পার হইতে হইত। একবার আমরা কলিকাতায় আসিতেছিলাম; আমার কনিষ্ঠা ভগিনীর বয়স তখন মাত্র দুই বৎসর ছিল। সে এবং আমি আম্মাজানের সহিত পাল্কীতে বন্দী হইলাম। সেই পাল্কী ষ্টীমারের ডেকে রাখিয়া আমাদিগকে নদী পার করান হইল। তখন গ্রীষ্মকাল ছিল—বানাতের ওয়াড় ঘেরা রুদ্ধ পাল্কীর ভিতর আমার শিশু ভগিনী 'হোয়া-হোয়া' করিয়া কান্না জুড়িয়া দিল। আম্মাজান প্রাণপণে তাহাকে চুপ করাইতে চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু পাল্কীর নিকট উপবিষ্ট কোনো আল্লাহ্র বান্দাই ক্রন্দনরত শিশুকে পাল্কী হইতে বাহির করার প্রয়োজন বোধ করে নাই। ভক্তির নিদর্শনস্বরূপ এই পুস্তকখানি তাঁহার পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গ করিলাম।

বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

সৃজনশীল সাহিত্যে, ব্যক্তিত্বে, নারীশিক্ষা প্রসারে আন্দোলনরূপী-বিদ্রোহীরূপী সংগ্রামে ছিলেন স্বয়ম্ভু, অনন্য। সমঅধিকারের লড়াইয়ে, সাহিত্যের চর্চায় আজও আমাদের চিন্তা-তৎপরতাকে প্রভাবিত করেন প্রবলভাবে। শুধু বাংলাদেশের, বাংলার নারী আন্দোলনের তাত্ত্বিক, প্রাতিষ্ঠানিক ও আদর্শিক নেত্রী নন, সাহিত্যিক হিসেবেও তাঁর তুলনা তিনি নিজেই। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের জন্ম ১৮৮০ সালের ৯ ডিসেম্বর রংপুরের পায়রাবন্দে। সামাজিক-সাংস্কৃতিক কূপমণ্ডুকতা, কুসংস্কারকে প্রশ্ন করে প্রতিষ্ঠা করেন সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুল ও আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম। অধিকারের লড়াইয়ের অনিঃশেষ আলোর উৎস বেগম রোকেয়ার প্রয়াণ ঘটে কলকাতায়, ১৯৩২ সালের ৯ ডিসেম্বর।

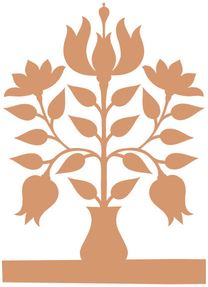

অবরোধ-বাসিনী

আমরা বহু কাল হইতে অবরোধে থাকিয়া থাকিয়া অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছি সুতরাং অবরোধের বিরুদ্ধে বলিবার আমাদের—বিশেষত আমার কিছুই নাই। মেছোণীকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, "পচা মাচের দুর্গন্ধ ভাল না মন্দ?"—সে কি উত্তর দিবে?

এস্থলে আমাদের ব্যক্তিগত কয়েকটি ঘটনার বর্ণনা পাঠিকা ভগিনীদিগকে উপহার দিব—আশা করি, তাঁহাদের ভাল লাগিবে।

এস্থলে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে গোটা ভারতবর্ষে কুলবালাদের অবরোধ কেবল পুরুষদের বিরুদ্ধে নহে, মেয়েমানুষদের বিরুদ্ধেও। অবিবাহিতা বালিকাদিগকে অতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়া এবং বাড়ির চাকরাণী ব্যতীত অপর কোন স্ত্রীলোকে দেখিতে পায় না।

বিবাহিতা নারীগণও বাজীকর-ভানুমতী ইত্যাদি তামাসাওয়ালী স্ত্রীলোকদের বিরুদ্ধে পর্দা করিয়া থাকেন। যিনি যত বেশী পর্দা করিয়া গৃহকোণে যত বেশী পেঁচকের মত লুকাইয়া থাকিতে পারেন, তিনিই তত বেশী শরীফ।

শহরবাসিনী বিবিরাও মিশনারী মেমদের দেখিলে ছুটাছুটি করিয়া পলায়ন করেন। মেম ত মেম—শাড়ী পরিহিতা খ্রীষ্টান বা বাঙ্গালী স্ত্রীলোক দেখিলেও তাঁহারা কামরায় গিয়া অর্গল বন্ধ করেন।